চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট - ২০১৮-২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উপস্থিত সম্মানিত প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান প্রকৌশলী-সহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জানাই নমস্কার।

প্রাচ্যের রানি হিসেবে-খ্যাত বাণিজ্যিক রাজধানী, বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম, সাগর-পাহাড়-নদী ও সমতলভূমি পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর আর পাহাড়-সমতলের বুক চিরে এঁকেবেঁকে বয়ে চলা কর্ণফুলী নদীর কল্যাণে এই চট্টগ্রাম সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে হাজার বছর আগেই। এ সমৃদ্ধির কারণেই বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ চট্টগ্রামে ছুটে এসেছেন শত শত বছর ধরে। মাস্টারদা সূর্য সেন, বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, বাহান্নের ভাষা আন্দোলন, বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-আন্দেলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ-সহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে চট্টগ্রামের জনগণ অগ্রণী সেনানীর ভূমিকা রেখেছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে চট্টগ্রামে রয়েছে সুপ্রাচীন গর্বিত ইতিহাস। সে পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম আমাদের গর্বিত করে এবং চট্টগ্রামকে বিশ্বমানের নগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। ৬০ বর্গ মাইলের এ সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা ষাট লক্ষাধিক। প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে লক্ষাধিক লোকের বসবাস। এ মহানগরের জনসেবা বিবেচনায় প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

আজ আমার সময়কালের ৪র্থ বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশনের শুরুতে আমি সর্বশক্তিমান স্রস্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি জেল জলুম উপেক্ষা করে এ-জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় করেছেন। শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি বাহান্নের ভাষা শহিদ যাঁরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালের ৩০ লক্ষ শহিদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এ স্বাধীন বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যাঁর নেতৃত্বে জল ও স্থল বিজয়ের পর গত ১২ মে ২০১৮ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আকাশপথও বিজয় করে বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। স্মরণ করছি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের, যাঁদের মেধা ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এ নগর বিনির্মাণে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় নগরবাসীর কাছে, যাঁরা আমাকে এ নগরের নাগরিক-সেবা ও উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সে গুরুদায়িত্ব স্মরণ রেখে নগরবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর প্রত্যাশা ও চট্টগ্রাম মহানগরকে পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাসযোগ্য নান্দনিক নগর প্রতিষ্ঠার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৮ শত ৮৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২ হাজার ৪ শত ২৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট নগরবাসীর নিকট উপস্থাপন করছি।

সিটি কর্পোরেশনের নিকট নগরবাসীর প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশিত সেবা এবং অবশ্যকরণীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও সময়ের সমন্বয়ের প্রয়োজন। আপনারা অবগত আছেন, আমাদের সম্পদ সীমিত। নগর উন্নয়ন ও নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার লক্ষ্যে কর্পোরেশনের বকেয়া কর আদায়, সুষ্ঠু কর নির্ধারণ এবং নির্ধারিত কর আদায়ের সাথে মহানগরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কালের যাত্রায় বহু গুনীব্যক্তি এ কর্পোরেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সবাই এ-নগরকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণমুখী ও অত্যাধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমি এ-নগরের উন্নয়ন ও জনগণের স্বার্থে সর্বোপরি চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করছি।

সময়ের আবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা, গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল, প্রসার ঘটেছে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের, বিস্তার লাভ করেছে শিক্ষার, বৃদ্ধি পেয়েছে নাগরিক চাহিদার। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নগরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,

সড়ক বাতি জ্বালানো, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতাদি নির্বাহ করতেই সিংহভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়।

বাজেট যেকোনো প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক খতিয়ানই শুধু নয়, তা আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আশা-প্রত্যাশার প্রতিচ্ছবিও বটে। যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সকল বর্তমান কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতায় নগরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আশা করি আমাদের এ উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় নগরবাসী আমাদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও নাগরিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ১৯৮৮ সালের সরকার অনুমোদিত একটি জনবল কাঠামো রয়েছে। উক্ত জনবল কাঠামোতে বিভিন্ন পদের সংখ্যা ৩১৮০টি। ১৯৮৮ সালের জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল দিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরে বসবাসকারী ৬০ (ষাট) লক্ষ লোকের যথাযথ নাগরিকসেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে কর্পোরেশনের বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তবে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে গত ১৮/০৩/২০১৮ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ১০৪৬টি পদ স্কেল ভেটিং-সহ অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা বর্তমানে গেজেটভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধি বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার আলোকে ৯৬০৪ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা তাঁদের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতপূর্বক কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সরাসরি জানার জন্য আন্দরকিল্লাস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে একটি নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হতে রাত ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত নগরবাসী যেকোনো নম্বর থেকে ১৬১০৪ নম্বরে কল করে তাঁদের সমস্যাসমূহ জানাতে পারেন। সিটি কর্পোরেশনের বিভাগওয়ারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নাগরিকদের সমস্যাসমূহ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জরুরিভাবে সমাধান করছেন।

শিক্ষা অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির ধারক। মানুষের ভিতরে যে সুপ্ত প্রতিভা, সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তা শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। বহুকাল পূর্ব থেকে এ শিক্ষাব্যবস্থা চলমান ছিল। এই উদ্যোগে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন মরহুম নুর আহম্মদ চেয়ারম্যান। পরবর্তীকালে প্রশাসক-মেয়রগণ তাঁর স্বপ্নকে আরো বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমানে দেশে-বিদেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুখ্যাতি অর্জনের পেছনে রয়েছে শিক্ষা বিভাগের কর্মযজ্ঞ। ১৯২৭ সালে মরহুম নুর আহম্মদ চেয়ারম্যান নামের এক স্বপ্নদ্রষ্টা যে ক্ষুদ্র শিক্ষা-বৃক্ষের চারাটি রোপণ করেছিলেন তা শুধু আজ মহিরুহেই পরিণত হয়নি, বরং এ মহিরুহের ছায়াতলে বসে তারই সুফল ভোগ করছে বর্তমান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী যারা আগামীদিনে এ বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করার স্বপ্নে বিভোর।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি কলেজে অনার্স কোর্স-সহ মোট ৮টি ডিগ্রি কলেজ, ১৩টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি কিন্ডারগার্টেন, ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ৪টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি কারিগরি ইনস্টিটিউট, ৩৫০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৮টি জামে মসজিদ, ২টি ইবাদতখানা, ৪টি সংস্কৃত টোলসহ কতিপয় বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি আদায়, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের এককালীন অনুদান, স্কুল সবুজায়ন উন্নয়নসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের ও অভিভাবকদের ফাস্ট ট্র্যাক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাথে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং সে কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ফ্যাসিলিটি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জরিনা-মফজল সিটি কর্পোরেশন কলেজের ৫-তলা বিশিষ্ট নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ,

কৃষ্ণকুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ, পূর্ব বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণকাজ চলমান। নগরীতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সুপারিশক্রমে আরো নতুন ১০টি স্কুল ভবন নির্মাণ এবং ১০টি স্কুল ভবন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কদম মোবারক সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে।

মানুষের সকল সুখ ও সম্ভাবনার মূলে রয়েছে স্বাস্থ্যের ভূমিকা। কথায় বলে স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। ''সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন, কর্মে ব্যস্ত সারাজীবন"। চট্টগ্রাম মহানগরের বিশাল জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ও নাগরিকসেবা পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়টিকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং সে লক্ষ্যে রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। আপনারা অবগত আছেন, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মোস্তফা-হাকিম মাতৃসদন হাসপাতাল, ৫নং ওয়ার্ডস্থ ছাফা-মোতালেব মাতৃসদন হাসপাতাল, ৩৯নং ওয়ার্ডস্থ বন্দরটিলা মাতৃসদন হাসপাতাল, ১টি হেল্‌থ টেকনোলজি, ১টি মিডওয়াইফারি ইনিস্টিটিউট, ১টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ, ১৮নং ওয়ার্ডস্থ হাজী ওয়াইজ খাতুন মাতৃসদন হাসপাতাল, ১৯নং ওয়ার্ডস্থ নুরুল ইসলাম বি.এসসি. মাতৃসদন হাসপাতালে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাসেবাসহ প্যাথলজি সেন্টার, অপারেশন থিয়েটার, ব্লাড ব্যাংক-সেবা দিয়ে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়াও শিশু ইনকিউবেটর, নেবুলাইজার, কার্ডিয়াক মনিটর-এর ব্যবস্থা আছে। আরো উল্লেখ্য যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক অপারেশন থিয়েটার ভি.আই.পি. ও জেনারেল কেবিনসহ ই.পি.আই. টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা, ইমারজেন্সি ও বহির্বিভাগ চালু আছে। আমি বিশ্বাস করি, ''কমাতে হলে মাতৃ-মৃত্যুর হার, মিডওয়াইফ্ পাশে থাকা একান্ত দরকার"।

অবহেলিত স্বাস্থ্যসেবাকে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় পরিণত করার লক্ষ্যে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মেমন জেনারেল হাসপাতালে সাধারণ রোগীর চিকিৎসা, গর্ভবতী চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, বিভিন্ন এক্সরে কার্যক্রম, দন্ত ও চক্ষু বিভাগ চালুসহ প্রতিবন্ধী কর্নার স্থাপন, ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংবলিত জেনারেল হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বহির্বিভাগীয় ও আন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসাসেবার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৭৮টি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সাধারণ রোগীর সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, বস্তিবাসীসহ নানাক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ধূমপান, মাদকাশক্তি ও জঙ্গিবাদ মারাত্মক অভিশাপ। তরুণসমাজকে এ অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। ধূমপান এবং মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তুলে ধরতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল, নানা শ্রেণী ও পেশার নাগরিকদের সহযোগিতায় ৪১টি ওয়ার্ডে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক নির্মুলের জন্য প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছ। ইতমধ্যে ১৭টি ওয়ার্ডে কমিটির উদ্যোগে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সমাবেশ করা হয়েছে। প্রতিটি সমাবেশে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকেছি এবং নগরবাসির পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। পর্যায়ক্রমে বাকি ওয়ার্ডগুলোতে এ সমাবেশ করা হবে। যেকোন ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে জনমত গঠন ও অভিযান পরিচালিত হবে। পুলিশ ও সাধারণ জনতার ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিক প্রয়াসের নিকট সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক ব্যবহারকারীরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে। মাদক সেবিদের পাশাপাশি ধূমপায়ীদেরও নিরুৎসাহিত করতে হবে। চলতি বছরে এ-খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আপনারা জানেন সিটি কর্পোরেশনের আবশ্যিক সেবা কার্যক্রম হচ্ছে (১) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, (২) রাস্তাঘাট সংস্কার ও মেরামতের মাধ্যমে চলাচল উপযোগি রাখা এবং (৩) সড়ক বাতির মাধ্যমে আলোকায়নের ব্যবস্থা করা। কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর বাইরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা খাতে প্রতি বছর ৪৩ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে প্রতি বছর ১৩ কোটি টাকা-সহ এ-দুটি খাতে সর্বমোট ৫৬ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করে-যার নজির বাংলাদেশে আর কোন সিটি কর্পোরেশনের নেই।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহানগরকে সার্বিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, মশক ও দূষণমুক্ত রাখা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ-নগরকে ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কাজের মান আরো উন্নত ও গতিশীল করার নিমিত্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরদের সার্বিক সহযোগিতায় স্ব-স্ব ওয়ার্ডের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দিনের পরিবর্তে প্রত্যহ রাত ১০:০০ ঘটিকা হতে ভোর ৬:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ডোর-টু-ডোর পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বেলা ৩:০০ ঘটিকা হতে রাত ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। এ বিষয়ে জনগণের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে নিয়মিত মাইকিং, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ নানাবিধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। হালিশহরে চট্টগ্রামে প্রথম গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, আরবান পাবলিক এন্ড হেল্‌থ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় সিটি

স্টেশন (STS) উদ্বোধনপূর্বক এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নগরীর মানব-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারি এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠান ডি.এস.কে. কর্তৃক হালিশহর আবর্জনাগারে একটি "মানব-বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট" এবং WSAF কর্তৃক আর একটি একই প্ল্যান্ট আরেফিন নগর আবর্জনাগারে নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে সিটি কর্পোরেশনের সংগৃহীত বর্জ্য দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে কর্পোরেশনের নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪১টি ওয়ার্ডকে ২ ভাগে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও আবর্জনা অপসারণকাজে পূর্বে নিয়োজিত পে-লোডার, ডাম্প ট্রাক, কন্টেইনার মুভার ইত্যাদি গাড়ি বহরে আরো নতুনভাবে গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ কাজ চলছে। এ ছাড়াও জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সকল ওয়ার্ড হতে ৫০০ জন নর্দমা পরিষ্কার/শ্রমিক উঠিয়ে এনে নালা-নর্দমা পরিষ্কারের বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে। প্রতিদিন ৫টি করে ওয়ার্ডে ৩/৪ দিন করে এ প্রোগ্রাম চলছে। স্বল্প ব্যয়ে নগরবাসীর নিজস্ব দালান/বাণিজ্যিক ভবন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেপ্টিক ট্যাঙ্ক-এর ময়লা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কারের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বর্তমানে একটি বিদেশি এন.জি.ও. সংস্থা কর্তৃক ২টি আধুনিক মানব-বর্জ্যবাহী গাড়ি সিটি কর্পোরেশনকে বিনামূল্যে সরবরাহ করায় উক্ত গাড়ি ২টি পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা (ইউনিট-২)কে MOU-এর মাধ্যমে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত চট্টগ্রাম নগরকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে বাসযোগ্য নান্দনিক নগরে পরিণত করার জন্য রাজস্ব বিভাগে ব্যাপক যুগোপযোগী সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পৌরকর অর্থাৎ (হোল্ডিং, কনজার্ভেন্সি ও লাইটিং ট্যাক্স) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণসহ সম্মানিত হোল্ডিং মালিকগণের কর প্রদানে সহজলভ্য ও সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ ও এস্টেট শাখার আওতাধীন হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, মার্কেট-এর দোকানভাড়া, উন্নয়ন চার্জ, ইজারাকৃত সম্পত্তির যাবতীয় কর/ফি ভাড়া ইত্যাদি এই ২০১৮-১৯ আর্থিক সনে "অনলাইন ব্যাংকিং"এর মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আপনারা ঘরে বসে সকল তথ্য-উপাত্ত পেয়ে যাবেন যাতে হোল্ডিং কর ও রেট এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য করাদি পরিশোধ সহজ থেকে সহজতর হয়। শুধুমাত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে কর আদায় করা যার মূল উদ্দেশ্য। নিয়মিত কর পরিশোধ করে আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সুন্দর, জলজটমুক্ত ও বাসযোগ্য নগর গড়তে নগরবাসীর সহায়তা কামনা করছি।

জবাবদিহিতায় স্বচ্ছতা আনে। জবাবদিহিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। সৃষ্টি করে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে নগরবাসীর প্রদত্ত করের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রাম মহানগরকে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

সম্মানিত করদাতাদের সুবিধার্থে বকেয়া কর পরিশোধের লক্ষ্যে সারচার্জ মওকুফের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং রাজস্ব আদায়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত পত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের পাওনা পৌরকর আদায়ের লক্ষ্যে ডি.ও. লেটার প্রেরণ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগে আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ তাঁদের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর অনুকূলে পৌরকর পরিশোধের লক্ষে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগের জন্য আমরা তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ-ছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এবং ব্যক্তিমালিকানার সম্মানিত হোল্ডিং মালিকগণের সাথে বকেয়া পৌরকর পরিশোধের বিষয়ে বিশেষ সমন্বয় সভা করে অনাদায়ী পৌরকর আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এতে সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিমালিকানার সম্মানিত করদাতাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে সাড়া দিয়ে কর পরিশোধ করছেন।

সকল ব্যবসায়ীগণের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করতে সব সমস্যা সমাধান করে দ্রুত লাইসেন্স প্রদান করার লক্ষ্যে তাঁদের ব্যাবসায়িক সমিতির কার্যালয়ে স্পট বা তাৎক্ষণিক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সম্মানিত ব্যবসায়ীগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করছেন এবং সময়মত নবায়ন করছেন, যাতে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু সংখ্যা এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর আওতাধীন সকল ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশনের আওতায় আসবে।

সঠিক উন্নয়ন অবকাঠামো, সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ ও সমাপ্তির মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জনকল্যাণকর যেকোনো উদ্যোগে শামিল হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সদা প্রস্তুত আছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ অ্যাসফল্ট তথা পিচঢালা সড়কের মোট সংখ্যা ১১৯৭টি। মোট দৈর্ঘ্য ৬৯২ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.; কংক্রিট সড়কের মোট সংখ্যা ১১৭৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ২৯৩ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি.; ব্রিক সলিং সড়কের মোট সংখ্যা ২০৩টি, মোট দৈর্ঘ্য ৪২ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.; কাঁচা সড়কের মোট সংখ্যা ২৩২টি, মোট দৈর্ঘ্য ৩৯ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি. ; খালের মোট সংখ্যা ৫৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৬১ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি.; পাকা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য ৭৩৮ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.১০ মি.; কাঁচা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য ২৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৪০ মি.; ফুটপাথের মোট সংখ্যা ১৩৮টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৬৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৮০ মি. ; প্রতিরোধ দেওয়াল মোট দৈর্ঘ্য ৯৪ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি. ; মোট ব্রিজ ১৯৫টি; গভীর নলকূপ ৪২৩টি; কালভার্ট ১০৩২টি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের নিজস্ব তহবিল হতে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৩০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ১২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০২ কি.মি. নর্দমা হতে মাটি উত্তোলন ও অপসারণ; ৬০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ; ১২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫ কি.মি. ফুটপাথ নির্মাণ; ২০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ কি.মি. প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ; ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ; ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫টি ভবন নির্মাণ/সংস্কার; ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮টি নলকূপ স্থাপন ও উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে।

এডিপি খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২ শত ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহ পুনর্বাসন/উন্নয়ন ও একটি অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ১২২ কি. মি. রাস্তার উন্নয়ন, একটি নতুন অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এবং যানবাহন ও ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়। বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৬৫ কি. মি. রাস্তা, ২০ কি. মি. রিটেইনিং ওয়াল, ১৫ কি. মি. ড্রেন, ৮টি ব্রিজ ও ২টি কালভার্ট নির্মাণকাজ চলমান আছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৩০ কি. মি. রাস্তা, ৩.০৫ কি. মি. ড্রেন, ২টি কালভার্ট ও একটি ফুটওভার ব্রিজ এবং ৩০.৫০ মি. দৈর্ঘের একটি পি.সি. গার্ডার ব্রিজ নির্মাণকাজ বাস্তবায়নাধীন। ''চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি ও সড়ক আলোকায়ন'' শীর্ষক প্রকল্পটির উপ-প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে চলমান রয়েছে।

জাইকা সি.জি.পি. প্রকল্পের আওতায় ব্যাচ ১-এ প্রায় ২০০ কোটি টাকার রাস্তা, ব্রিজ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচ ২-এ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, নর্দমা, ব্রিজ, রিটেইনিং ওয়াল, স্কুল ভবন নির্মাণকাজ চলমান আছে, যার মধ্যে নগরীর এ.কে. খান মোড়ে প্রায় ২১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি ওভারপাস নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়াও (১) পাথরঘাটা রবীন্দ্র-নজরুল সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোনসেল্টার, (২) পূর্ব মাদারবাড়ি সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোনসেল্টার, (৩) পশ্চিম মাদারবাড়ি সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোনসেল্টার, (৪) পাঠাটুলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোনসেল্টার, (৫) হালিশহর আলহাজ্ব মহব্বত আলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোনসেল্টার, (৬) দক্ষিণ-মধ্যম হালিশহর আহম্মদ মিয়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোনসেল্টার এবং (৭) পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কাম সাইক্লোনসেল্টার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

অত্র কর্পোরেশনের সম্মানিত নাগরিকগণের দোরগোড়ায় আলোসেবা পৌঁছনোর জন্য ১,৫৫৬টি সুইচিং পয়েন্টের মাধ্যমে ৫১ (একান্ন) হাজার এনার্জি, টিউব, হাই-প্রেসার সোডিয়াম, LED ও অন্যান্য বাতি দ্বারা সড়ক আলোকায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি, সড়কে পর্যাপ্ত আলোকায়ন এবং নগরবাসীর রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ও চলাচলের সুবিধার্থে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান সড়কে ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকায় প্রায় ৭০৫টি LED বাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকায় ৩৮১টি LED বাতি স্থাপনের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৭ কোটি ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে সোলার/নন-সোলার LED স্ট্রিট-লাইট প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন (এস.এস.এল.পি.সি.সি.)-এর আওতায় সড়ক বাতির বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নগরীর প্রধান প্রধান সড়কে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ২ কি.মি. সড়কে ১০৩টি সোলার প্যানেলযুক্ত LED লাইট এবং ৫৬ কি.মি. সড়কে ৩০১৭টি নন-সোলার LED এনার্জি সেভিং লাইট স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৮০০টি নন-সোলার খউউ এনার্জি সেভিং লাইট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে স্থিত বাতিসমূহ শতভাগ কার্যকর রাখার পাশাপাশি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ওয়ার্ডে আগামী ২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রায় ৮০,০০০ LED লাইট স্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে ৪৫৮ কোটি টাকার ডি.পি.পি. প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে জনসাধারণের ও যানবাহনের চলাচল সুবিধার্থে পর্যাপ্ত আলোকায়নের জন্য মোড়ে মোড়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নতমানের LED লাইট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাগরিকা ইয়ার্ডে জার্মানির প্রযুক্তিতে নির্মিত ঘণ্টায় ১ শত টন অ্যাসফল্ট মিক্স প্রস্তুত ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ৫০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ওয়েব্রিজ, সিসি ক্যামেরা, রাস্তা উন্নয়ন, নালা নির্মাণ, স্টক ইয়ার্ড নির্মাণ, প্ল্যান্ট অফিস ও সাবস্টেশন নির্মাণ, ডাম্প ট্রাক, পে-লোডার, টায়ার রোলার, ভাইব্রেটর রোলার, পেভার মেশিন, টেলিস্কোপ ক্রেন, হুইল ডোজার, প্রাইম মুভার, জেনারেটর, ওয়াইফাই সংযোজনসহ ১ শত ৯৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার উন্নয়নকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

আগ্রাবাদস্থ সিঙ্গাপুর-ব্যাঙ্কক মার্কেটটি ১১-তলায় উন্নীত করা হবে। এখানে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১-তলা থেকে ৫-তলা পর্যন্ত সেন্ট্রাল এসি, ৫-তলায় ফুডকোর্ট, সিনেপ্লেক্স, কিড্স জোন, ১-তলা থেকে ৫-তলা পর্যন্ত উন্নত মানের টাইল্স স্থাপন, ৪টি লিফ্ট, ২টি ক্যাপসুল লিফ্টসহ ৬টি উন্নত মানের লিফ্ট, স্ট্যান্ড বাই জেনারেটর স্থাপন, ১-তলা থেকে ৫-তলা আধুনিক মানসম্মত ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র, সিসি টিভি, ফায়ার ফাইটিং, পি.এ. সিস্টেম, ফ্রি ওয়াইফাই জোন এবং মার্কেট এরিয়ায় এস্কেলেটর পুনঃস্থাপন কাজ করা হবে। এ-ছাড়া বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির অর্থায়নে ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনটি ৬-১১ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত আই.টি. ভিলেজে রূপান্তরিত করা হবে। এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক আগামী ১৮ জুলাই তারিখে স্বাক্ষরিত হবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জাইকার অর্থায়নে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে পোর্ট কানেকটিং রোড এবং আগ্রাবাদ এক্সেস রোডকে ছয় লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান। বন্দরের দৈনিক ৭/৮ হাজার অতিরিক্ত পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান এবং প্রাইম মুভার গাড়ি প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করে। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ গাড়ি চলার মত আয়তন বা ধারণক্ষমতা এ সড়কের নেই। উভয় পার্শ্বে পরিকল্পিত ফুটপাথ ও আর.সি.সি. ড্রেনসহ ছয় লেনে উন্নীত হলে সড়কে সৃষ্ট যানজট সমস্যা নিরসন হবে এবং পথচারীগণ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নগরবাসীর সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও ভূমি ধসসহ নানা দুর্যোগ, প্রাণহানির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়। এ-খাতে চলতি বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, থাইল্যান্ডের রাজপরিবার ও সাইপাতনা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়সমূহের ক্ষয়রোধকল্পে বিন্না ঘাস পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস বাটালি হিল মিঠা পাহাড়ের পাদদেশে ভেটিভার গ্রাস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার 'বিন্না ঘাস' প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। থাইল্যান্ডের রাজকন্যা মহাচাক্রী সিরিনধরন বিন্না ঘাস রোপণ ও বিন্না ঘাস প্রদর্শনী অবলোকন করেন। আশা করি এ পাইলট প্রকল্পের সফলতা সাপেক্ষে এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে এবং চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি ধস রোধে এ প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে বিগত ৩ বছরে নগরীর প্রতিটি সড়কের পাশে পরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৫ হাজার ৬ শত কোটি টাকার ১টি মেগা প্রকল্প সি.ডি.এ.-কে অনুমোদন দিয়েছেন। যার বাস্তবায়ন দেশ প্রেমিক সেনা বাহিনীর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের প্রকল্প সহায়তায় জলাবদ্ধতা নিরসণে কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রামের পরিবেশ বদলে যাবে, দৃষ্টিনন্দন হবে আমাদের প্রিয় নগর চট্টগ্রাম। নগরের লালদিঘির দক্ষিণ পাড়ে সিটি গভারনেন্স প্রকল্পের আওতায় জাইকার অর্থায়নে ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৮-তলা বিশিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, সাইক্লোন সেন্টার ও পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণাধীন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে এয়ারপোর্ট রোড, জামাল খান রোড, টাইগারপাস রোড, লালখান বাজার, কাজিরদেউড়ি ও আউটার স্টেডিয়ামসংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্য বর্ধন করা হচ্ছে। ক্লিন ও গ্রিন সিটি নির্বাচনী অঙ্গীকারের কথা মনে রেখে নগরকে নান্দনিক রূপসি সাজে সাজানো হচ্ছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর সড়কে শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য কর্তৃক নৌকার উপর জাতির জনকের দৃষ্টিনন্দন মুরাল তৈরি করা হয়েছে।

বৃক্ষ মানুষের জীবন বাঁচায় এবং পরিবেশ সুরক্ষা করে। তিলোত্তমা চট্টগ্রাম-এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ''ছাদ-বাগান'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই অর্থ বছরে উক্ত খাতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে পরিণত করার প্রয়াসে নগরীর রাস্তায় আইল্যান্ড, গোলচত্বর, ফুটপাথ ও সড়কে এলইডি আলোকায়নে সৌন্দর্যবর্ধন করে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় স্থানে যাত্রী ছাউনি আধুনিক পরিবেশে স্থাপন করে জনগণের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-সকল স্থাপনায় পরিকল্পিতভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক সরকারি নির্দেশনাসমূহ প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ওয়াটার এইড ও কিমবার্লির অর্থায়নে নগরির কে.সি. দে রোডস্থ টিএণ্ডটি-র দেয়ালের বাহিরে ও লালদিঘির উত্তর পার্শ্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জায়গায় আধুনিক ২টি টয়লেট, গোসল, লকার রুম, সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের সুবিধাসহ টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, জায়গাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে আরো ৭টি আধুনিক টয়লেট নির্মাণ-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফিউশন ডিজাইন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লি.-এর অর্থায়নে এম. এ. আজিজ আউটার স্টেডিয়ামের পূর্ব এবং উত্তর পাশে ফুটপাথসহ বাগান নির্মাণ করে বিউটিফিকেশন করা হচ্ছে। উল্লেখিত এলাকায় নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা দু-টি আধুনিক গণ-শৌচাগার নির্মাণসহ দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে ব্যয় নির্বাহ করবে।

নগরীর বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট থেকে শুরু করে পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন সড়ক, জিপিও এবং শাহ আমানত শপিং কমপ্লেক্স পর্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ১ দশমিক ৭ কি.মি. দীর্ঘ রাস্তার মিড আইল্যান্ড এবং ফুটপাথের সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, স্ক্রিপ্ট এবং অডিওস ইঙ্ক-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যার মধ্যে সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন যাত্রী ছাউনি, মানসম্পন্ন আধুনিক পাবলিক টয়লেট স্থাপন, বিদ্যমান ফুটওভার ব্রিজের সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবন মান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধীরা যাতে অবহেলিত নাহয় সেদিকে সকলকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী ও পথ শিশুদের পাশে সকলকে দাঁড়াতে হবে। চলতি অর্থ বছরে এ-খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আপনারা জানেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আজীবন বাংলার মানুষ এই বীর সন্তানদের বিনম্রচিত্তে স্মরণ করবে। মুক্তিযোরা সেদিন জীবনের চেয়ে নিজ মাতৃভূমিকে বড়ো বেশি ভাল বেসেছিলেন বলেই আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ জাতি কোনো সংবর্ধনা, সম্মাননা দিয়ে শোধ করতে পারবেনা। তবুও দায়িত্ববোধ থেকে এ-বছর স্বাধীনতা সম্মাননা স্মারকে ভূষিত হন মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে - সাবের আহমদ আসগরি, সাংবাদিকতায় - অঞ্জন কুমার সেন, শিক্ষায় - প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব - আহমদ ইকবাল হায়দার, চিকিৎসায় - প্রফেসর এল. এ. কাদেরী, নারী আন্দোলন - ফাহমিদা আমিন (মরণোত্তর), সমাজসেবায় - সাইফুল আলম মাসুদ এবং ক্রীড়ায় - অ্যাডভোকেট শাহীন আফতাবুর রেজা চৌধুরী। এ ছাড়াও সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা চিন্তা করে তাঁদের জন্য আবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩টি ভবনের অনুকূলে ৭৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ-খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

লেক সিটি হাউজিং-এ ৫৪৮টি প্লট-এর মধ্যে বর্তমানে 'এ' ব্লকে ৭০টি, 'বি' ব্লকে ৫০টি – মোট ১২০টি প্লট রেজিস্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। বাগমনিরাম বহুতল বিশিষ্ট ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ যেমন : (১) রাজগরিয়া ভবন, (২) বহদ্দারহাট কাঁচা বাজার, (৩) চকবাজার কাঁচা বাজার, (৪) চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্সে নীচতলার ১০টি দোকান ইতিমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত মার্কেটে ২টি উন্মুক্ত স্থান ও ৩য়-তলার ১০,৫০০ বর্গ ফুট ফ্লোর বরাদ্দের অপেক্ষায় রয়েছে, (৫) আগ্রাবাদ সিঙ্গাপুর-ব্যাঙ্কক মার্কেটের ৫ম-তলায় ৬০টি ফুডকোর্ট বরাদ্দের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (৬) কাজিরহাট কিচেন মার্কেট উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, (৭) শাহ আমানত মার্কেটের ৫ম ও ৬ষ্ঠ-তলার ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং নীচতলার কিছুসংখ্যক দোকান বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং (৮) দেওয়ানহাট পোর্ট সিটি কমপ্লেক্সে ৫ম ও ৬ষ্ঠ-তলার ফ্লোর বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। যার দরুন সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জনকল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ :

১. নগর ভবন নির্মাণ,
২. আই. টি. ভিলেজ নির্মাণ,
৩. মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন সড়ক নির্মাণ,
৪. ফিরিঙ্গি বাজার হতে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ,
৫. মুরাদপুর, ঝাউতলা, অক্সিজেন ও আকবর শাহ রেলক্রসিং-এর উপর ওভারপাস নির্মাণ,
৬. ঢাকামুখী ও হাটহাজারীমুখী বাস টার্মিনাল নির্মাণ,
৭. টোল রোডের পাশে কন্টেইনার ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ,
৮. নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণ,
৯. চান্দগাঁও ও লালচান্দ রোডে সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় বহুমুখী ভবন নির্মাণ,
১০. নগরীর কাঁচা বাজারগুলিকে আধুনিকায়ন,
১১. বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ,
১২. ওয়ার্ডভিত্তিক খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন, ব্যায়ামাগার, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ,
১৩. চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি আধুনিক কনভেনশন হল নির্মাণ,
১৪. নগরীতে জোনভিত্তিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট নির্মাণ,
১৫. সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।

তদুপরি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ একনেকে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

- ১ হাজার ২ শত ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প,
- ২ শত ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মীনিবাস শীর্ষক প্রকল্প।

সর্বোপরি জবাবদিহিতার মাধ্যমে চট্টগ্রাম মহানগরীকে পরিবেশ দূষণমুক্ত, ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী-সেবক অক্লান্ত পরিশ্রম ও নগরবাসীর সহযোগিতায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বহুলাংশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। এখন বাজেট-এর খাতওয়ারি বিবরণী উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে অনুরোধ করছি।

তারিখ-
২৬ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
১০ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

(আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

আয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮	বাজেট ২০১৭-২০১৮
১	২	৩	৪	৫
	প্রাপ্তি :			
১।	বকেয়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১)	১৯১,০৮,৪১,০০০.০০	৪৫,২৫,০০,০০০.০০	১৮১,১২,০০,০০০.০০
২।	হাল কর ও অভিকর-(নগদান নোট-২)	১৪৪,৩৪,৪১,০০০.০০	৮৭,৫০,০০,০০০.০০	৫০০,০০,০০,০০০.০০
৩।	অন্যান্য করাদি- (নগদান নোট-৩)	১৩৩,০২,৫০,০০০.০০	১১০,৮৫,৭০,০০০.০০	১২৬,৫২,৫০,০০০.০০
৪।	ফিস- (নগদান নোট-৪)	৯৯,৮০,৫০,০০০.০০	৮০,৭৪,০০,০০০.০০	৮৩,৭০,৫০,০০০.০০
৫।	জরিমানা-	৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৬।	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয়-(নগদান নোট-৫)	৭৩,১০,০০,০০০.০০	৪৪,১৮,০০,০০০.০০	৫৪,৩৫,০০,০০০.০০
৭।	সুদ-	৫,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	বিবিধ আয়- (নগদান নোট-৬)	২৩,৪২,০০,০০০.০০	১১,৪৬,০০,০০০.০০	২১,১২,০০,০০০.০০
৯।	ভর্তুকি- (নগদান নোট-৭)	২৪,৬৫,০০,০০০.০০	১৯,০৫,০০,০০০.০০	২২,০৫,০০,০০০.০০
	নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি=	৬৯৪,৯২,৮২,০০০.০০	৪০০,২৩,৭০,০০০.০০	৯৯৪,৩৭,০০,০০০.০০
১০।	ত্রাণ সাহায্য-	২০,০০,০০০.০০	-	২০,০০,০০০.০০
১১।	উন্নয়ন অনুদান- (নগদান নোট-৮)	১৬৮০,০০,০০,০০০.০০	৪৪২,৯৫,০০,০০০.০০	১২৯০,০০,০০,০০০.০০
১২।	অন্যান্য উৎস- (নগদান নোট-৯)	৫০,৩০,০০,০০০.০০	৪০,২০,০০,০০০.০০	৪৩,১০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৭৩০,৫০,০০,০০০.০০	৪৮৩,১৫,০০,০০০.০০	১৩৩৩,৩০,০০,০০০.০০
	সর্বমোট প্রাপ্তি=	২৪২৫,৪২,৮২,০০০.০০	৮৮৩,৩৮,৭০,০০০.০০	২৩২৭,৬৭,০০,০০০.০০

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

ব্যয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮	বাজেট ২০১৭-২০১৮
১	২	৩	৪	৫
	পরিশোধ :			
১।	বেতনভাতা ও পারিশ্রমিক- (নগদান নোট-১০)	২৭২,৬৮,০০,০০০.০০	২২০,৭৫,৯০,০০০.০০	২৭৫,৮৫,৫০,০০০.০০
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-(নগদান নোট-১১)	৬৬,৬৫,০০,০০০.০০	১৮,৫০,০০,০০০.০০	১০০,৩৫,০০,০০০.০০
৩।	ভাড়া-কর ও অভিকর- (নগদান নোট-১২)	৮,২৫,০০,০০০.০০	৫,৩৫,০০,০০০.০০	২৭,৪০,০০,০০০.০০
৪।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি- (নগদান নোট-১৩)	৫১,৭৫,০০,০০০.০০	৩৪,৭০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০,০০০.০০
৫।	কল্যাণমূলক ব্যয়- (নগদান নোট-১৪)	২৯,৫০,০০,০০০.০০	৬,৭৪,০০,০০০.০০	৩২,২৫,০০,০০০.০০
৬।	ডাক তার ও দূরালাপনী- (নগদান নোট-১৫)	১,৮৬,০০,০০০.০০	৬৭,২০,০০০.০০	১,৮৬,০০,০০০.০০
৭।	আতিথেয়তা ও উৎসব- (নগদান নোট-১৬)	৪,৩০,০০,০০০.০০	২,০১,২৫,০০০.০০	৪,৩০,০০,০০০.০০
৮।	বীমা- (নগদান নোট-১৭)	৪৫,০০,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	৪৩,০০,০০০.০০
৯।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-(নগদান নোট-১৮)	১,৭০,০০,০০০.০০	৩৮,২৫,০০০.০০	২,১০,০০,০০০.০০
১০।	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা-(নগদান নোট-১৯)	৬,১০,০০,০০০.০০	৩,৯৭,০০,০০০.০০	৮,৯০,০০,০০০.০০
১১।	মুদ্রণ ও মনিহারি-(নগদান নোট-২০)	৫,৩৪,০০,০০০.০০	২,১২,৫০,০০০.০০	৪,৮৪,০০,০০০.০০
১২।	ফিস বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয়-(নগদান নোট-২১)	১,২৩,০০,০০০.০০	৩৮,৫০,০০০.০০	১,৭০,০০,০০০.০০
১৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয়-(নগদান নোট-২২)	৭২,০০,০০০.০০	২১,৫০,০০০.০০	৫২,০০,০০০.০০
১৪।	বিবিধ ব্যয়-(নগদান নোট-২৩)	১৮,৩৪,২৫,০০০.০০	৯,৪৩,২৫,০০০.০০	১৮,৮১,২৫,০০০.০০
১৫।	ভান্ডার-(নগদান নোট-২৪)	৭৪,০০,০০,০০০.০০	৩৮,৫৫,০০,০০০.০০	১০৫,০০,০০,০০০.০০
	মোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ=	**৫৪২,৮৭,২৫,০০০.০০**	**৩৪৩,৯৩,৩৫,০০০.০০**	**৬৩৪,৩১,৭৫,০০০.০০**
১৬।	ত্রাণ ব্যয়-	২০,০০,০০০.০০	-	২০,০০,০০০.০০
১৭।	বকেয়া দেনা-(নগদান নোট-২৫)	১৭৩,২০,০০,০০০.০০	৪০,৩২,০০,০০০.০০	২০৯,৯০,০০,০০০.০০
১৮।	স্থায়ী সম্পদ-(নগদান নোট-২৬)	১২১,৫০,০০,০০০.০০	১৫,৬৫,০০,০০০.০০	২২০,০০,০০,০০০.০০
১৯।	উন্নয়ন(ক) রাজস্ব তহবিল ও অন্যান্য(নগদান নোট-২৭(ক)	১৯৩,০০,০০,০০০.০০	৫৪,৯৫,০০,০০০.০০	৩০৩,৪৫,০০,০০০.০০
২০।	উন্নয়ন (খ) এডিপি/অন্যান্য (নগদান নোট-২৭ (খ))	১৩৫৫,০০,০০,০০০.০০	৩৯৫,৯৫,০০,০০০.০০	৯২০,০০,০০,০০০.০০
২১।	অন্যান্য ব্যয়-(নগদান নোট-২৮)	৩৭,৭০,০০,০০০.০০	৩১,৩৭,০০,০০০.০০	৩৭,৪০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৮৮০,৬০,০০,০০০.০০	৫৩৮,২৪,০০,০০০.০০	১৬৯০,৯৫,০০,০০০.০০
	মোট=	২৪২৩,৪৭,২৫,০০০.০০	৮৮২,১৭,৩৫,০০০.০০	২৩২৫,২৬,৭৫,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত=	১,৯৫,৫৭,০০০.০০	১,২১,৩৫,০০০.০০	২,৪০,২৫,০০০.০০
	সর্বমোট=	২৪২৫,৪২,৮২,০০০.০০	৮৮৩,৩৮,৭০,০০০.০০	২৩২৭,৬৭,০০,০০০.০০

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন